যুগান্তর

তারিখ 8 JUL 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সারাদেশে ৭৩৪ স্কুলের স্বীকৃতি বাতিল

স্বীকৃতি বাতিলের কারণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি আর কোন আর্থিক সুবিধা পাবে না। মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর ওপর আরোপিত শাস্তি আপনাআপনি প্রত্যাহার হয়ে যাবে

আকতার ফারুক শাহিন/মুসতাক আহমদ

সারাদেশের ৭৩৪টি স্কুলের স্বীকৃতি বাতিল করা হয়েছে। গতবারের এসএসসি পরীক্ষায় ৫ জনের কম পাস করেছে এবং একজনও পাস করেনি— এই দু'ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে এ তালিকায়। এই স্বীকৃতি বাতিলের কারণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি আর কোন আর্থিক সুবিধা পাবে না। অবশ্য শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেছেন, মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর ওপর আরোপিত শাস্তি আপনাআপনি প্রত্যাহার হয়ে যাবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মাধ্যমিক) নজরুল ইসলাম খান সোমবার রাতে যুগান্তরকে জানান, সরকারি আইন অনুযায়ী ৫০ জনের কম এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে এবং সর্বনিম্ন ১৫ জনও পাস করাতে ব্যর্থ হয়েছে, এমন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যেত। কিন্তু শাস্তি প্রদান সরকারের উদ্দেশ্য নয়। এ কারণে কিছুটা উদারতা প্রদর্শন করা হয়েছে। তবে শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে না পারলে কিছুতেই পার পাবে না এসব প্রতিষ্ঠান। ২০০৮ সা এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেও একটি তা তৈরি হচ্ছে বলে জানান তিনি।

যুগ্মসচিব আরও জানান, মন্ত্রণালয় থেকে সব শিক্ষা বো গত সপ্তাহেই পত্র দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বাতিল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দু'ধরনের স্কুল রয়েছে। এক ধর প্রতিষ্ঠান শুধু পাঠদানের অনুমতি পেয়েছে। আর আ ধরনের প্রতিষ্ঠান পাঠদানের অনুমতি এবং বোর্ডের সাম স্বীকৃতি পেয়েছে। দ্বিতীয় ক্যাটাগরির প্রতিষ্ঠান ৫১১টি জানান তিনি।

বিদ্যালয়ে পাসের হার শূন্য এবং ৫ জনের কম পরীক্ষা পরীক্ষায় পাসকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্য নেয়া হলেও একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৫ জন পরী অংশ নিয়ে সবাই পাসকারী প্রতিষ্ঠানকেও শাস্তি হয়েছে। প্রসঙ্গত, শাস্তি দেয়ার আগে এসএসসি পরী

বাতিল : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

বাতিল : স্বীকৃতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফলাফল প্রকাশের পর স্কুলগুলোকে শোকজ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১৭৫টি স্কুল কোন জবাব দেয়নি ওই নোটিশের। মন্ত্রণালয়ে উত্তর পাঠানো বাকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৩৩৬টি স্কুলের জবাব ছিল অগ্রহণযোগ্য। এ অবস্থায় এসব বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, গত ২৫ জুন শিক্ষা বোর্ডগুলোকে চিঠি দেয় মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব স্বাক্ষরিত ওই চিঠি বুধবার এসে পৌঁছে বরিশাল বোর্ডে।

সব বোর্ডে পৃথক দুটি চিঠির মাধ্যমে শাস্তির কথা জানানো হয়। এর একটিতে ১৭৫ এবং অপরটিতে ৩৩৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি বাতিল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ১৪৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল হয়েছে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে। এছাড়া ঢাকা বোর্ডে ১১২টি, বরিশাল বোর্ডে ১০৬টি, সিলেট বোর্ডে ৪৭টি, যশোর বোর্ডে ৪৫টি এবং কুমিল্লা বোর্ডে ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল করা হয়েছে। এসব মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে আর কোন পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনা অব্যাহত থাকবে। এ নির্দেশের ফলে বিদ্যালয়গুলোর নবম এবং দশম শ্রেণীতে পাঠদানসহ অন্যান্য কাজে নিয়োজিত শিক্ষক-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বা হবে তার কোন উল্লেখ অবশ্য ওই চিঠিতে নেই।

এ ব্যাপারে আলাপকালে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক খন্দকার ওয়ালিউল ইসলাম যুগান্তরকে জানান, মন্ত্রণালয় থেকে আসা নির্দেশ অনুযায়ী বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের ১০৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পৃথক চিঠি দিয়ে স্বীকৃতি বাতিলের বিষয়টি জানানোর কাজ শুরু হয়েছে। আগামী বছর থেকে এসব বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন এবং ফরম ফিলাপ বন্ধ থাকবে। চলতি বছর ওই সব বিদ্যালয় থেকে নিবন্ধন করা পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখনও এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। ২/১ দিনের মধ্যেই বিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিটির সভা বসবে। সেখানেই বিষয়টি নিয়ে আলাপ হবে। তবে যেহেতু এ বছর এসব বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নিবন্ধন সম্পন্ন হয়ে গেছে তাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে তারা। এ ক্ষেত্রে স্বীকৃতি বাতিল হওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থলে অন্য স্কুল থেকে পরীক্ষা দেয়ানোর ব্যবস্থা করা হতে পারে।

এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় ৯১টি বিদ্যালয় থেকে একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি।